বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

হে মুসলিমগণ! শেখ হাসিনা আপনাদেরকে ক্রুসেডার আমেরিকা এবং মুশরিক শত্রুরাষ্ট্র ভারতের হাতে সমর্পন করতে যাচ্ছে; এ ঘৃণ্য কাজে সে সফল হবার পূর্বেই তাকে অপসারণ করুন

শেখ হাসিনার সরকার কর্তৃক এদেশ ও দেশের জনগণকে কাফির-মুশরিকদের হাতে সমর্পন করার ঘৃণ্য ও নির্লজ্জ চক্রান্তের বিষয়ে ***হিযবুত তাহ্‌রীর*** বারবার এদেশের জনগণকে সতর্ক করে আসছে। ***হিযবুত তাহ্‌রীর*** বারবার বলে আসছে যে সাম্রাজ্যবাদী ক্রুসেডারদের মোড়ল আমেরিকা ও মুশরিক রাষ্ট্র ভারতের সন্তুষ্টি অর্জনে শেখ হাসিনার সরকারের দেশ ও জনগণের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার কোনও নির্দিষ্ট সীমারেখা নেই। এই লিফলেটে আমরা সাম্প্রতিক কিছু ঘটনাবলীর দিকে জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করবো, যা শেখ হাসিনার সরকারের এদেশ ও দেশের জনগণকে ইসলাম ও মুসলিমদের চরম শত্রু কাফির-মুশরিকদের হাতে তুলে দেবার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রকে সুস্পষ্টভাবে উন্মোচিত করে।

প্রথমতঃ শেখ হাসিনার সরকার এদেশের মাটিতে রক্তপিপাসু মার্কিন সামরিক বাহিনীর প্রবেশের দ্বারকে উন্মুক্ত করে দিয়েছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে একের পর এক মার্কিন সামরিক মহড়ার মাধ্যমেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত এবং ভবিষ্যতে অনুষ্ঠিতব্য এ সামরিক মহড়াগুলো বাংলাদেশের পররাষ্ট্র কিংবা প্রতিরক্ষা মন্ত্রনালয় কর্তৃক ঘোষিত না হয়ে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাস কর্তৃক ঘোষিত হওয়ায় বিষয়টি দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে গেছে। গত ১১ এপ্রিল, ২০১০ তারিখে আমেরিকান দূতাবাস এক প্রেসবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগে ‘টাইগার শার্ক-২’ নামের মার্কিন সামরিক মহড়া অনুষ্ঠিত হবার ঘোষণা দিয়েছে। এছাড়া, আপনারা জানেন যে, ইতিমধ্যে নভেম্বর, ২০০৯-এ ‘টাইগার শার্ক-১’ নামের যৌথমহড়া অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ মহড়া অনুষ্ঠিত হবার পর, এ বছরের মধ্য ফেব্রুয়ারী থেকে মধ্য মার্চ পর্যন্ত তথাকথিত “পোর্ট কল” এর নামে বঙ্গোপসাগরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তিনটি যুদ্ধজাহাজের নৌমহড়া অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া, নিকট ভবিষ্যতে এদেশে তারা এরকম আরও অসংখ্য সামরিক মহড়া অনুষ্ঠিত করার পরিকল্পনাও গ্রহণ করেছে। উল্লেখ্য যে, এ বছরের জুলাই মাসে ‘টাইগার শার্ক-৩’ এবং সেপ্টেম্বরে ‘টাইগার শার্ক-৪’ নামের মহড়া অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আমেরিকা বারবারই দাবি করে আসছে যে এই সমস্ত সামরিক মহড়া, “মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাংলাদেশ ও আঞ্চলিক নিরাপত্তার ব্যাপারে দৃঢ় অঙ্গীকারকেই প্রমাণিত করে...” কিন্তু, এদেশের জনগণ খুব ভালো করেই জানে যে, কোনও দেশের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের এই দৃঢ় অঙ্গীকারের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে, সাম্রাজ্যবাদী যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থরক্ষায় সেদেশে তাদের দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করা। আর তাছাড়া, আঞ্চলিক নিরাপত্তা, বিশ্ব শান্তি এ সবই হচ্ছে এ বিশ্বের প্রতিটি অঞ্চলে তাদের দৃঢ় অবস্থানকে নিশ্চিত করতে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব কর্তৃক বহুবার উচ্চারিত পুরনো, মিথ্যা আর ফাঁকা বুলি।

দ্বিতীয়তঃ গত ২১ এপ্রিল, ২০১০-এ ভারতে নিযুক্ত মার্কিন দূত টিমোথি জে. রোমার বাংলাদেশ সফর করেন। তার এ সফরের উদ্দেশ্য ছিল, বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক আরও জোরদার করা এবং সেইসাথে, তথাকথিত সন্ত্রাসবাদ দমনে গৃহীত পদক্ষেপকে আরও শক্তিশালী করা। আমেরিকান সেন্টারের এক মুখপাত্র জানিয়েছে যে, “মার্কিন দূত রোমার এ সফরকালে মূলতঃ ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে সন্ত্রাসবাদ দমন, ব্যবসা-বাণিজ্য ও উন্নয়নে পরস্পরকে সহযোগিতা করার ক্রমবর্ধমান সম্ভাবনা এবং আঞ্চলিক সহযোগিতাকে আরও জোরদার করার বিষয়ে আলোচনা করবেন।” রোমারের এই সফরের মাত্র একদিন পরই মার্কিন উপপররাষ্ট্রমন্ত্রী জেমস বি. স্টেইনবার্গ দু’দিনের সফরে ঢাকা আসেন। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ সফরের আগে তিনি ভারত সফর করেন। আমেরিকান সেন্টারের প্রদত্ত বক্তব্য এইসব সফরের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যকে পরিস্কারভাবে তুলে ধরে। আর তা হল, এ অঞ্চলে একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক আদর্শ হিসাবে ইসলামের পুনরুত্থানকে রুখে দেয়ার ঘৃণ্য মার্কিন পরিকল্পনাকে বাস্তবায়ন করতে এবং সেইসাথে উদীয়মান শক্তি চীনকে প্রতিহত করতে মুশরিক রাষ্ট্র ভারতের সাথে হাত মিলানোর জন্য বাংলাদেশকে বাধ্য করা। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, মার্কিন প্রশাসন তাদের বিশ্বস্ত অনুচর পারভেজ মোশাররফ ও তার যোগ্য উত্তরসূরী জারদারী-জিলানীর মাধ্যমে পাকিস্তানেও একই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেছে। শেখ হাসিনাও এখন এ পৃথিবী থেকে ইসলাম ও মুসলিমদের চিরতরে নিশ্চিহ্ন করতে বিশ্বাসঘাতক এসব শাসকগোষ্ঠীর কাতারে শামিল হয়েছে। কোনও সচেতন রাজনীতিবিদ তথাকথিত সন্ত্রাসবাদ দমনে প্রদত্ত তাদের এইসব অসার বক্তব্যে আস্থা রাখতে পারে না, যখন আমরা দেখি যে, এই বিশ্বের এক নম্বর সন্ত্রাসী রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা এদেশের এক নম্বর সন্ত্রাসীর সাথে সাক্ষাত করে।

“তুমি যখন এদের দিকে তাকাবে, তখন তাদের [বাহ্যিক] অবয়ব তোমার কাছে খুবই আকর্ষণীয় মনে হবে এবং তারা যখন কথা বলবে তখন তুমি তাদের কথা মুগ্ধ হয়ে শুনতে থাকবে। কিন্তু, এরা তো আসলে দেয়ালে ঠেকানো [প্রয়োজনহীন] কাষ্ঠখন্ড সদৃশ। এরা প্রতিটি জোরালো আওয়াজকে নিজেদের বিরুদ্ধে মনে করে। এরাই [তোমার] শত্রু, অতএব এদের ব্যাপারে সতর্ক হও। তাদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ। তারা বিভ্রান্ত হয়ে কোথায় যাচ্ছে?” **[সুরা মুনাফিকুন: আয়াত ৪]**

হে মুসলিমগণ!

আমরা ইতিমধ্যেই দেখতে পেয়েছি যে, ক্ষমতাসীন সরকার ভারতের সাথে যেসকল চুক্তি সম্পাদন করেছে তাকে নির্লজ্জ আত্মসমর্পণ ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। শেখ হাসিনা তার দিল্লী সফরকালে, চট্টগ্রাম ও মংলাবন্দরকে ভারতের হাতে তুলে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। সে ভারতকে আশুগঞ্জ স্থলবন্দর ব্যবহার করার সুযোগও দিয়েছে। দেশের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা ও ষড়যন্ত্রমূলক পদক্ষেপ গ্রহণে শেখ হাসিনার সরকার দিনে দিনে সাহসী হয়ে উঠছে এবং এই সমস্ত ঘৃণ্য কর্মকান্ডের পথে সকল বাধা দূর করার লক্ষ্যে পূর্ববর্তী সরকারগুলোর মতোই তারা, বিদ্যুৎ ও গ্যাসের কৃত্রিম সঙ্কটকে অসহনীয় পর্যায়ে উন্নীত করে এ দেশের জনগণকে গ্রীষ্মের প্রচন্ড গরমে ঝলসানোর বন্দোবস্ত করেছে। বস্তুতঃ এইসব তথাকথিত সঙ্কট এবং এ সঙ্কট নিরসনে কারিগরী উপায় উপকরণ সম্পর্কে আমরা একেবারে অনবহিত নই। এদেশের এই কৃত্রিম জ্বালানী সঙ্কট মাত্র এক বছরের মধ্যে দূর করা সম্ভব। কিন্তু, এ সমস্যা সমাধানে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ না করে বিশ্বাসঘাতক এ সরকার সমস্যাকে জিইয়ে রেখে আপনাদেরকে এ সঙ্কট নিয়েই ব্যস্ত রেখেছে, যেন জ্বালানী সঙ্কট থেকে উদ্ভূত সমস্যাই জনগণের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয় এবং এ সুযোগে তারা আপনাদের চোখ ফাঁকি দিয়ে এদেশের বিরুদ্ধে তাদের সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের গৃহীত সকল ঘৃণ্য পরিকল্পনাকে বাস্তবায়ন করতে পারে। এছাড়া একইসাথে,

ইসলাম ও এদেশের আপামর জনসাধারণের স্বার্থরক্ষায় বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণকারী ও এদেশকে ঘিরে মার্কিন, ভারত ও বিট্রেনের সকল ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র উম্মোচনকারী রাজনৈতিক দল, *হিযবুত তাহ্‌রীর*-এর মুখ বন্ধ করতেও তারা মরিয়া হয়ে উঠেছে। সম্প্রতি *হিযবুত তাহ্‌রীর*-এর মুখপাত্র মহিউদ্দীন আহমেদ ও যুগ্ম-মুখপাত্র কাজী মোরশেদুল হককে গ্রেফতার করার এটাই এক এবং একমাত্র কারণ। কিন্তু, সরকারের এই দমন-নিপীড়ন *হিযবুত তাহ্‌রীর*-কে এদেশের জনগণ ও ইসলামের পক্ষাবলম্বন থেকে বিরত রাখতে পারবে না। এত জুলুম-নিপীড়ন সত্ত্বেও *হিযবুত তাহ্‌রীর* এখনও অক্ষত এবং শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয়ী হবার ব্যাপারে তারা আল্লাহ্‌'র উপর পূর্ণমাত্রায় আস্থাশীল। একজন, দু'জন কিংবা দশজন বা পঞ্চাশজনকে গ্রেফতার করে তারা *হিযবুত তাহ্‌রীর*-এর পথ রুদ্ধ করতে পারবে না। এছাড়া, তাদের সকল ষড়যন্ত্রকে নস্যাৎ করে দিয়ে খুব শীঘ্রই এ বিশ্বে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ্‌'র বিজয় হবে এবং বিশ্বাসঘাতক এই সমস্ত শাসকেরা শেষ বিচারের দিনে ভয়ঙ্কর শাস্তির সম্মুখীন হবে। আল্লাহ্‌'র রাসুল(সা.) বলেছেন,

"প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতক শেষ বিচারের দিনে একটি করে পতাকা হাতে হাজির হবে এবং সবচাইতে বড় পতাকা হবে তার, যে তার জনগণের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।" [বুখারী/মুসলিম]

হে মুসলিমগণ!

আপনাদের অবশ্যই এটা অনুধাবন করতে হবে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও মুশরিক রাষ্ট্র ভারত মুসলিম উম্মাহ্‌'র শত্রু; যারা মুসলিম উম্মাহ্‌'র স্বার্থকে পদদলিত করতে দিনরাত নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এদেশকে তাদের করতলগত করতে পূর্ণগতিতে কাজ করে যাচ্ছে। বিশেষ করে, ইসলামের চরমশত্রু ক্রুসেডার আমেরিকা ইরাক, আফগানিস্তান ও পাকিস্তানকে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করার পর এখন বাংলাদেশের দিকে তার লোলুপ দৃষ্টি দিয়েছে। মনে রাখবেন, আপনারা কোনও রাজনৈতিক দলের সদস্য হোন বা না হোন, আপনারা *হিযবুত তাহ্‌রীর*, বিএনপি কিংবা আওয়ামী লীগ যে দলেরই সদস্য হোন, তারা দিনরাত আপনাদের বিরুদ্ধেই ষড়যন্ত্র করছে। আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পবিত্র কুর'আনে বলেন,

***"না আহলে কিতাবদের মধ্য হতে কেউ, আর না মুশরিকদের মধ্য হতে কেউ এটা পছন্দ করে যে, তোমাদের উপর তোমাদের রবের পক্ষ থেকে কোনও কল্যাণ অবতীর্ণ হোক।"* [সুরা বাকারা: আয়াত ১০৫]**

হিযবুত তাহ্‌রীর এই মুহূর্তে ষড়যন্ত্রকারী সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও তাদের দোসর বিশ্বাসঘাতক হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সংগ্রামে অবতীর্ণ হবার জন্য আপনাদের আহবান জানাচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তাদের স্বার্থ সংরক্ষণ করতেই শেখ হাসিনাকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেছে। বর্তমানে ক্রুসেডার আমেরিকা ও মুশরিক রাষ্ট্র ভারত এ ব্যাপারে সমঝোতায় উপনীত হয়েছে যে, যুক্তরাষ্ট্র এ অঞ্চলের (বিশেষ করে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের) শাসকদের ভারতের সাথে তাদের নিজ নিজ দেশের দীর্ঘদিনের বিবাদমান ইস্যুগুলো সমাধানের জন্য নির্দেশ দেবে, যা ভারতের হস্তদ্বয়কে মুক্ত করে দেবে; আর তারপর, ইসলামের চরম এই দুই শত্রু তাদের মধ্যে পারস্পারিক সম্পর্ক জোরালো করে এ অঞ্চলে তাদের পদচিহ্নকে নিশ্চিত ও শক্তিশালী করবে। এজন্যই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, শেখ হাসিনা একদিকে ভারতের চাহিদাসমূহ পূরণ করতে ব্যতিব্যস্ত রয়েছে এবং সেইসাথে, বাংলাদেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপস্থিতি, বিশেষ করে তাদের সামরিক বাহিনীর উপস্থিতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এদেশকে ইরাক ও আফগানিস্তানে লক্ষ-লক্ষ নিরীহ মুসলিমের রক্তে রঞ্জিত রক্তপিপাসু মার্কিন সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণ গ্রহণের ঘাঁটিতে পরিণত করছে।

হে ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তিবর্গগণ!

হিযবুত তাহ্‌রীর অনতিবিলম্বে এ দলকে আপনাদের সমর্থন (নুসরাহ্‌) প্রদানের মাধ্যমে শেখ হাসিনার সরকারকে ক্ষমতা থেকে অপসারণ করতে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের আহবান জানাচ্ছে এবং এদেশের মাটিতে খিলাফত রাষ্ট্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে *হিযবুত তাহ্‌রীর*-এর হাতে কর্তৃত্ব দেবার আহবান জানাচ্ছে। এদেশের মেধাবী সেনাঅফিসারদের নির্মমভাবে হত্যা করার সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রের সাথে হাত মেলাতে শেখ হাসিনার বুক এতটুকু কাঁপেনি। এখন সে আবার মইনুল ইসলামকে, যে কিনা মুশরিক শত্রুরাষ্ট্র ভারতকে এদেশের বন্ধু বলে মনে করে– লেফটেন্যান্ট জেনারেলের পদে উন্নীত করে তাকে চিফ অফ আর্মি স্টাফ পদে নিযুক্ত করেছে। বস্তুতঃ শেখ হাসিনাকে যত বেশী সময় ক্ষমতায় থাকার সুযোগ দেয়া হবে, ততবেশী সে ক্রুসেডার ও মুশরিকদের সাথে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে আমাদের বীর মুসলিম সেনাবাহিনীকে সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থরক্ষাকারী ও তাদের আজ্ঞাবহ বাহিনীতে পরিণত করতে সমর্থ হবে।

সুতরাং, বেশী দেরী হয়ে যাবার পূর্বেই আপনারা এদেশের মাটিতে খিলাফত রাষ্ট্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করুন। একমাত্র খিলাফত রাষ্ট্রই এদেশ থেকে সাম্রাজ্যবাদীদের দোসরদের শেকড় উপড়ে ফেলে এদেশকে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বের প্রভাবমুক্ত করতে পারবে। সুতরাং, আপনারা দেশ ও জাতিকে এ চরম সঙ্কট থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে বিএনপি জোটের দিকে তাকাবেন না। এ প্রত্যাশা করবেন না যে, হয়তবা তারা পুনরায় ক্ষমতায় এসে পরিস্থিতির উন্নতি ঘটাবে কিংবা তারা জাতিকে এ ঘনায়মান অন্ধকার থেকে মুক্ত করতে সক্ষম হবে। তাছাড়া, এদেশের মুসলিম জনগণের প্রতিও আপনাদের দায়িত্ব আছে। আর, মনে রাখবেন এ গুরুদায়িত্ব পালনে এদেশ সহ সমগ্র বিশ্বের মুসলিম উম্মাহ্‌ আপনাদের পাশে রয়েছে। সর্বোপরি, মুসলিম হিসাবে আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতিও আপনাদের দায়বদ্ধতা রয়েছে। আপনাদের অবশ্যই আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসুলের আহবানে সাড়া দিতে হবে। আপনারা আল্লাহ্‌ তা'আলার উপর পূর্ণ আস্থা রাখুন। আপনাদের ভয়ের কোনও কারণ নেই। এ পৃথিবীর কোনও শক্তিই আপনাদের কোনও ক্ষতির কারণ হবে না।

***"আল্লাহ্‌ ওয়াদা করেছেন, তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তাদের তিনি অবশ্য অবশ্যই এ পৃথিবীর নেতৃত্ব দেবেন, যেমনভাবে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদের। এবং তিনি অবশ্য অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন তাদের জীবন ব্যবস্থাকে, যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন। এবং তিনি অবশ্যই ভয় ভীতির পরিবর্তে তাদের নিরাপত্তা দান করবেন। তারা শুধু আমারই ইবাদত করবে, আমার সাথে আর কাউকে শরীক করবে না।"* [সুরা নূর : আয়াত ৫৫]**

১৬ জমাদিউল আউয়াল, ১৪৩১ হিজরী
৩০ এপ্রিল, ২০১০ ইং

হিযবুত তাহ্‌রীর
উলাই'য়াহ্‌ বাংলাদেশ